মাধবীদের ঈশ্বর - ৭

নন্দিনী হোসেন

১৬

ফড়িংয়ের পিঁছনে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে অনেক দুরে চলে যায় মেয়েগুলো। রেণু বালার ডাক তাদের কানে যায় না। বিশেষ করে মাধবী টা এত দৌঁড়তে ও পারে......। কোথায় কোন ঝোঁপে - ঝাড়ে কি কি সব ফল পাকুর ধরে আছে,সে সব খবর তার রাখা চাই ই চাই। রেণু বালা কত করে বারণ করে। ওদিকে বাবুদের শ্বশান আছে। তাকালে দিনের বেলাতেই তার গা ছমছম করে। কিন্তু মাধবী টাকে মানা করা সত্ত্বে ও, ওদিক দিয়ে যাবেই যাবে। মেয়েগুলো মোটেই তার কথা শুনে না। অবনী কে বলে ও কোন লাভ নেই। কিছু বলতে গেলেই নির্লিপ্ত গলায় তার বাঁধাধরা কথা,

কিতা অইছে , যাউক না.......!

রেনু বালা উত্তর শুনে কটমট করে তাকায় । অবনী তখন অন্য দিকে চোঁখ ঘুরিয়ে নেয়। রেণুবালার ফালতু ঘ্যানঘ্যান তার ভাল লাগে না। আগে এমন ছিল না। দিন যত যাচ্ছে তত ই ঘ্যান ঘ্যান করার বাতিক বাড়ছে রেনুবালার ।

ভর দুপুরে তেতুল গাছের তলায় বসে মেয়েদের মিছেমিছি রান্নাবান্নার ঘর সংসার । তিন বোন মিলে কেউ বা চুলো ধরায় ,কেউ পানি আন তে ছুটে বাড়ির সামনের পুকুর থেকে। নামেই অবশ্য পুকুর। ডোবা বলাই ভাল। বর্ষা কাল ছাড়া অন্য মাস গুলোতে হাঁটু অব্দি পানি থাকে কি না সন্দেহ। তবু রেণুবালা পুকুর বলে। বলে আরাম পায়।

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে পুষ্কুন্নী ছাড়া কি কোন বাড়ি হয় ! চানের(স্নান) নামে একটা ডুব ও যদি দিতে পারত গরম কালে। রেনূবালার চকচকে চোঁখে বাবুদের বিশাল দিঘীর মত পুকুরের ছোট বড় ঢেউ গুলো এসে যেন আঁচড়ে পরে........।

মেয়ে গুলো সেই ডোবার মত পুকুরের শুকনো কোণ বেয়ে সাবধানে নেমে যায় তলা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ফাঁক-ফোকরে ঢোঁড়া সাপের মাথা দেখা যায়। মালতীর গলা ফাটানো চিৎকার শুনলেই অন্য দুই বোন বুঝতে পারে মালতী ঢোঁড়া সাপের কবলে পরেছে ! এগিয়ে আসার বদলে পাড়ে দাঁড়িয়ে হেসে কুঁটিপাটি হয় মাধবী আর মিনতি ।

মালতী টা এমন ভীতু ! রেনূ বালাকেই এগিয়ে এসে মেয়েকে হাত ধরে পাড়ে তুলতে হয়। মা না আসা পর্যন্ত এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপে মালতী। মাঝে মাঝে করুণ চোঁখে বোনদের তামাশা দেখে । খেলতে বসে কাজ বন্টন করার সময় তাকে তাই সব সময় রান্না বান্নার কাজ ই করতে দেওয়া হয়। মালতীর মনে হয় তার তেমন কোন গুণ নেই । মা অবশ্য তার পক্ষ নেয় । মাধবী আর মিন তি যখন একাট্টা হয়ে তাকে নানা উপায়ে জ্বালায়, তখন রেনূবালা খেঁকিয়ে উঠে বলে,

আইজ দুইটার ঠ্যাং ভাংমু, আও ঘর....!

যদি ও ঠ্যাং কখন ও ভাঙ্গা হবে না ওরা ও জানে । বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ভেংচি কেটে পালায় রেনুবালার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মাধবী গাছে উঠায় ও ওস্তাদ। তর তর করে তার গাছে উঠা নীচ থেকে হা হয়ে দেখে মালতী। মনে তার খুব আফসোস,সে নিজে যদি এরকম একটা গাছে কখন ও উঠতে পারত । এর চেয়ে বড় এবং সাহসী কাজ আর কিছু আছে বলে মালতীর মনে হয় না। সে কারণেই মাধবীর প্রতি মনে মনে একটু ঈর্ষা থাকলেও ভক্তি না করে ও পারে না । মিনতি টা নিজে তেমন কিছু না পারলে ও যোগ্য সাগরেদ এর মত কাজ করে যায় । সব সময় মাধবীর দিকে হেলে থাকে। কোন কারণে মালতী কে বিপদে দেখলে সাহায্য করা তো দূরে থাক,মিটিমিটি হেসে মাধবী কে খবর টা দিতে ছুটে। এই ছুটার ভিতর মজা দেখার আশা আছে ষোলা আনা !

মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় মালতীর। মিনতিটা শক্তের খুব ভক্ত । বড় বোন হলেও মাধবীর সাথে তাল মিলিয়ে মস্করা করতে ছাড়ে না.......।

মালতীর জিম্মায় হাঁড়ি পাতিল বাসন কোশন থাকে। হাঁড়ি পাতিল বলতে শুকনো নাড়িকেলের খোল কয়েকটা। প্রতিদিন খেলা শেষে ধুয়ে মুছে তুলে রাখে। তার খুব ইচ্ছা মার হাঁড়ি গুলোর মত চকচক করে। কিন্তু, নাড়কেলের খোল কি আর ও রকম হয় ....!

টুকরো ইট কয়েক টা মালতী ভাড়ারে সযতনে লুকিয়ে রাখে । নিদান কালের জন্য ! রেনূবালার মত মালতীর ও নিদান কাল কে বড় ভয় ! মার মুখে শুনে শুনে মালতী কেন যে খালি অজানা ভয়ে কাপেঁ। মাধবী আর মিনতী র এসব নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। নিদান নিয়ে যত দুশ্চিন্তা সব মালতীর । মাকে দেখেছে এখানে সেখানে বাঁশের কোটরে মেয়ে দের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে সিকি আধুলী লুকিয়ে রাখে। মালতী ঠিক ই দেখে ফেলে। না দেখলে ও খুঁজে খুঁজে বের করে নেয়।
রেনুবালার হাতে ধরা ও পরে যায় সহজেই। মাধবী, মিনতি যে নেয়নি রেনুবালা তা ভালো করেই জানে। রেনুবালা নিদানের ভয় দেখিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে পয়সা গুলো ফেরত চায়।

তর বাপে কইচিল সংরাম শেষ অইলে আর নিদান অইত নায় ! কাম কাজ নাই, তর বাপর কথায় মনে অয় আকাশ থাকি পয়সা পরব ......! তারপর গলার স্বর নরম করে বলে,

দে,পয়সা দে, তোরে ফিতা কিনিয়া দিমু নে....।

মালতীর লাল একখান চুলের ফিতা পাওয়ার খুব সখ। জানে পাবে না,তবু মাকে এর আগে কত বার বলেছে।

রেজিয়ার বেণীতে সেদিন দেখে কি যে ভালো লেগেছিল। মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পুর্ব পাড়ার রেজিয়া স্কুলে যায় । বাড়ি ফেরার পথে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের বাড়ির দিকে উঁকি দেয়। অবনী শুধু মিন তি কে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। মাধবীর খুব ইচ্ছা সে ও স্কুলে যায়। অবনী তাতে রাজি হয় না। বলে,

তুই ইস্কুল যাইবার কাম নাই । বড় অইয়া গেচস। তর মার লগে কামে কাজে হাত লাগা।

মাধবী তবু হাল ছাড়ে না। তার থেকে কত বড় বড় মেয়েরা স্কুলে পড়ে....!
কিছু দিন পর পর ই সে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে। মালতীর অবশ্য স্কুলে যাওয়ার কোন বায়না নেই। সে রেজিয়ার সাথে যেচে যেচে কথা বলে । বেণীতে হাত দিয়ে লাল ফিতা নেড়ে চেড়ে দেখে। মাধবীর কেন যেন মনে হয় রেজিয়া ফিতা দেখাতেই এখানে এসে দাঁড়ায় ।

সেই ফিতার কথা শুনেও মালতী খুশি হতে পারে না। মার মুখে নিদানের কথা শুনে বেজার মুখে পয়সা গুলো আতা গাছের কোটর থেকে বের করে আনে। সেটাই তার গোপন ভাড়ার। মিছেমিছি

রান্না বান্না সংসার সংসার খেলার সব সাজ সরঞ্জাম এইখানেই থাকে।

রান্নায় ইটের গুড়ো মিহি করে দেওয়া হয় লাল রং করার জন্য। বাবু দের পুরোনো বাড়ির পিছন দিকের আধভাঙ্গা প্রাচীরের নীচ থেকে কয়েক টুকরো বড় সাইজের ইট সংগ্রহ করে খুবই যত্নের সাথে রেখেছে মালতী। গাছে চড়তে না পারলেও এই সব গোছানোর কাজে অন্য বোনদের থেকে সে পারদর্শী। আতা ফলের সাদা ফুলের উপর, লাল ইটের গুড়ো ছিটিয়ে দিয়ে পানি দিলে এক্কেবারে মার রান্না করা তরকারীর মত লাগে দেখতে ! রান্না শেষ হলে কিছু বড় পাতা যোগাড় করে খেতে বসে তিন বোন......।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয় মেয়ে গুলোর কোন পাত্তা পায় না রেনূবালা । একটার পর একটা খেলা নিয়ে তারা বনে বাদাড়ে ব্যস্ত । যেদিন লতা পাতা ফুল আর মুখে রুচে না সেদিন ফড়িং ধরতে ছুটে তিন জনে। ফড়িং এর মাংশ ইটের গুড়ো মিশিয়ে রান্না করা হয় । প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে কটা ফড়িং ধরতে পারে। লেজের দিকে ধরে রাখতে হয় শক্ত করে। অনেক সময় অর্ধেক ছেড়া লেজ নিয়ে হাত ফস্কে পালিয়ে যায়। এমন পাজী। মাধবী খুব সাবধানে ফড়িং ধরেই, অতি দ্রুত মাথাটা ছিঁড়ে ফেলে। মালতী বড় বড় চোঁখে দেখে। মিনতি তখন হাত তালি দিয়ে নাচতে শুরু করে......।

মেয়েদের কান্ড কারখানা নিয়ে রেনুবালা প্রায় ই গজ গজ করে। এক একাই। জানে শুনার কেউ নেই,তবু একা কথা বলে মনের জ্বালা মেটায়........।

চান করার সময় যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এক সময় চিল্লিয়ে শাপ শাপান্ত শুরু করে। কাকে যে শাপে তার কোন ঠিক নেই। নির্দিষ্ট কাউকে না। আক্রোশ টা ভাগ্যের উপর ই বেশী। যেদিন আক্রোশের মাত্রা বেশী হয়ে যায়,সেদিন নিজের জন্ম থেকে শুরু করে ,নিজের মা বাপ সহ কোন প্রসঙ্গে ই বাদ যায় না। অবনীর মনে হয় রেনুবালা খুব বদলে গেছে ইদানিং । সংগ্রামের আগে ও তো এরকম ছিল না ! শান্ত রেনুবালার নতুন রূপের সাথে খাপ খাওয়াতে হিমশিম খায় অবনী। আজকাল তাই বাইরে থেকে ফিরলে বাড়ির ভিতর ঢুকার মুখে খানিক্ষন দাঁড়িয়ে ভিতরের আবহাওয়া বুঝে নিয়ে তারপর ঢুকে। অবস্থা সুবিধার মনে না হলে আবার পিট টান দেয়।

সারা গ্রামে অনেক গুলো পুকুর থাকলে ও রেনুবালার যে কোন পুকুরে নামার অধিকার নেই। সবাই তো আর ধীরেন্দ্র বাবু নয়। যাদের পুকুর গ্রামের ধনি-নির্ধন ,উচু জাত-নীচু জাত সবার জন্য উন্মুক্ত।

বেশীর ভাগ মানুষই ধন নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। তাদের ধারণা গরীব গুর্বো না থাকলে,কথায় কথায় তাদের উপর তর্জন গর্জন না করলে ধনী কিসের। কারো না কারো উপর ধন দৌলতের গরীমা ফলাতে হয়। তাহলেই না সুখ। এ দর্শনে পুরোমাত্রায় বিশ্বাসী ফয়জুলের বাপ। ফয়জুল এবং তার সাংগ পাংগরা কাজ কর্ম হীন বেকার যুবক। মাঝে মাঝেই আড্ডা বসায় বট তলায় অথবা গ্রামের হাইস্কুলের সামনে । কখন ও কখন ও চৌরাস্তার মোড়ে নতুন গজিয়ে উঠা চায়ের দোকানে। যুদ্ধের আগে ও এখানে কোন দোকান ছিল না। শুনসান এলাকা। যদি ও লোকজন সারাদিন ই দু একজন করে চলাচল করত। তবে যুদ্ধের এক বছর যেতে না যেতেই জায়গাটার বোল পুরোপুরি পালটে গেছে। চায়ের দোকান হয়েছে। সেখানে চায়ের সাথে বিস্কুট, লজেনস, বাদাম এসব ও বিক্রি হয়। ক্রেতা অবশ্য বেশীর ভাগ ই হাই স্কুলের ছেলেরা। চায়ের দোকানের পাশে মনোহারী আরেকটা দোকান খুলেছে মাত্র মাস খানেক। তবে ভীর বেশী চায়ের দোকানেই। গ্রামের বেকার যুবক দের আড্ডার একটা মোক্ষম জায়গা জুটেছে । এদের বেশীর ভাগের ই করার কিছু নেই। যুদ্ধের আগে কেউ কেউ দু এক ক্লাস পড়েছিল। এখন পড়া ও নেই,কাজ কর্ম ও নেই বসে বসে সারাদিন গুলতানি মারে। কিন্তু ফয়জুল কে তার দল বল নিয়ে দোকানের ত্রিসীমানায় দেখার সাথে

সাথে হুরমুড় করে খালি হয়ে যায় বেঞ্চি দুটো। ফয়জুল একবার ই আদেশ জারি করেছিল,তাকে এই রাস্তায় নজরে আসা মাত্র যেন দোকানের বেঞ্চি গুলো খালি করে দেওয়া হয়। সে থেকে এই নিয়ম চলছে। যে যেখানে বসা থাকে তরিৎ উঠে হাঁটা ধরে। যার মুখে যে কথা ছিল,সে কথা সে অবস্থায়ই দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলে থাকে। মাথা নীচু করে যে যে দিকে পারে পালায়.....। পালায় অবশ্য দৌঁড়ে নয়,হেঁটেই। তবু সে হাঁটার মধ্যে যে কোন মুহুর্ত্যে দৌঁড় দেওয়ার একটা আগাম সর্তকতা থাকে।

বাংলাদেশের জন্ম মাত্র বছর খানেক হয়েছে। যুদ্ধের নয় মাস গ্রামের অনেক লোকই পালিয়ে গিয়েছিল ঘর বাড়ি অরক্ষিত রেখে। রেনু বালা দের অবশ্য কোথা ও যাবার জায়গা ছিল না। তাদের গ্রামের ই অন্য বড় বড় হিন্দুরা যখন গ্রাম খালি করে চলে গিয়েছিল। রেনু বালা তখন ও বাবু দের খালি ঘাটলায় বসে আয়েস করে চান করার সুখ চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবনী কত দিন সাবধান করে দিয়েছে , দিন দুপুরে বাবুদের ঘাটলায় না যেতে। কিন্তু রেনু বালাকে যে পুকুরের টল টলে পানি ভর দুপুরে যেন টেনে নিয়ে যায় পুকুরের দিকে।

অবনী এক দিনই মাত্র যুদ্ধের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলেছিল ,

গাট্টি বোঁচকা বান্ধ, ভাগতে অইব। হুনিয়া আইচি মেলেটারি আইব যেকোন সময়.....!

রেনু বালা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষন।

আমরার কিতা এমন আছে যে নিত আইব ?

অবনী রেনু বালা কে বুঝাতে পারে নি তাদের কি আছে আর কি নেই ! সে নিজেই কি বুঝে কিছু !

গ্রাম যখন প্রায় জন শুন্য খা খা করছে,তখন ও অবনী,রেনুবালা তিন মেয়ে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে পরে ছিল মাটি কামড়ে। তাদের বাড়ি বেশ অনেক টা ভিতরে। মুল গ্রাম কে হাতের বায়ে রেখে ছোট্ট একটা সরু ফিতার মত পায়ে চলা পথ চলে গেছে ঘন বাঁশ ঝাড় আর নানা জাতের গাছ গাছালীর ভিতর দিয়ে। দিন দুপুরে ও এ দিকে তেমন একটা কেউ আসে না। লোক চলাচল নেই বললেই চলে।

অবনির হাতে কোন কাজ কর্ম নেই। তাই রোজগার পাতি ও নেই। বাবুরা সবাই চলে গেছেন ওপাড়ে। অবনী শুনেছে নানা জনের মুখে। ওপাড় টা কি জিনিষ সে বুঝতে পারে নি। বার বার ঘুরে ফিরে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে হাটে গ্রামের ই দিনমজুর ইয়াছিন কে জিজ্ঞেস করেছিল,

হপাড় কিতা ইয়াছিন তুমি জান নি ?

ইয়াছিন ও ওপাড় বিষয়ে তেমন কোন ত থ্য দিতে পারে নি অবনী কে। মাথা চুলকে ভাবতে ভাবতে জবাব দিয়েছিল

হপাড় মনে লয় অইব টাউনর কান্দাত (কাছে)কাকা। সটিক কইতাম পারতাম নায় ! কারে জিকাইমু ,কেউ আছে নি গাওত.....?

তখন দুই জন যুক্তি করে হাটেই পরিচিত দর্জিকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নেয়। লোকজন কেউ নেই দেখে দুইজন গুটি গুটি পায়ে দর্জি র দোকানে ঢুকে ......।

অবনি কিছু না বলে ,ইয়াছিন কেই ঠেলে দেয় সামনে জিজ্ঞেস করার জন্য। তাদের ধারণা রহিম টেইলার্সের দর্জি রজব মিয়া বেশ জ্ঞানি মানুষ। কারণ, কাজ হাতে না থাকলে ,রজব মিয়া কে প্রায় ই সুর করে পুঁথি পড়তে দেখা যায় ।
প্রশ্ন টি শুনে রজব মিয়া উত্তর দেওয়া তো দূরে থাক, কেন যে তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল অনেকক্ষন - অবনীর মাথায় তা কিছুতেই ঢুকেনি।

পরদিন ধোঁপা পাড়ার নীতিশ কে ধরেছিল, বিষয় টা খোলাসা করে বুঝার জন্য। নীতিশ ধোপার ছেলে বটে,তবে নিজে ধোপার কাজ করে না। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। হাতের কাছে যাকেই পায় তাকেই দেশের রাজনীতি নিয়ে দু এক কথা মনতব্য শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। চুলে টেরি কেটে বাবু হয়ে ঘুরে বেড়াতেই তার বেশী ভালো লাগে। বাপ মনে মনে গজ গজ করে ছেলে কাজ কর্মে হাত লাগায় না বলে। সে অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছে এসব ধোপা টোপার কাজ তাকে দিয়ে হবে না ।

ইদানীং ঘুরাফেরায় একটু ভাটা পরেছে। বাড়ি থেকে বিশেষ বের হয় না। কখন কি হয় বলা তো যায় না। সময় টা ই খারাপ। অবনীর ধারণা নীতিশ অনেক খবর রাখে। সে নিশ্চয় ই জানবে কি হচ্ছে দেশে। যদি ও তার কাছে দেশ বলতে নিজের গ্রাম থেকে কয়েক ক্রোশ দুরের পশ্চিমের দীঘির পারের হাট আর কালে ভদ্রে থানা সদর। এর বাইরে আর কোন দেশ আছে কি না তার জানা নেই। অথবা থাকলেও সেখানে কি হয়,কারা থাকে,কি খায় ওই দেশের মানুষ গুলো, তা নিয়ে তার কোন কৌতুহল ও বিশেষ নেই।

নীতিশ তার কথা শুনে প্রথমে হো হো করে হাসে। যেন এত বড় মজার কথা আর ইহ জীবনে শুনে নি। অবনী দাওয়ায় বসে নীতিশের হাসি দেখে ঠাহর করার চেষ্টা করে আসলে কোন জায়গা টায় তার ভুল হয়েছে।

নীতিশ এক সময় হাসি থামিয়ে বলে,

কাকা ওপাড় মানে অইল গিয়া ইন্দুর দেশ। ইন্ডিয়া হুন ছ ? ইন্ডিয়া ? ওটাউ হপাড়। গাউর হকলে হপাড়ো গেছে গি। তুমি যায়তায় না নি? ই দেশো পরি থাকলে কেউ জানে বাচত নায়.........। দেকছ নি শিবু মাথাত টুপি দিয়া টাউন যায়। কলিমা মুখস্ত করছে। আমারেও মুখস্ত করতে কইচে.....!

বিহ্বল হয়ে অবনী সব শুনে বলে
নাম হুন চি ইন্ডিয়া, ওখানো যাইমু কেমনে , কার গেচে যাইমু ......?

হঠাৎ করে বিপন্ন শুনায় অবনীর কণ্ঠস্বর। নিতীশ আবার হাসতে হাসতে বলে

কিতা কও কাকা, কেউ নাই? থাকা লাগত নায় । খালি গেলেই অইব। ইন্দুর দেশ তো। হুন চ না নি বাবুর বড় দুই মাইয়া আগেই ইন্ডিয়া গেচিল গি। তারার বড় মামার লগে থাকে ওখানো। বাবুরা ও দেখবায় নে আর আইত নায় । পাকিস্তানো আর থাকা যাইত নায়। বুঝছো নি ?

আইচ্চা ! বুজচি......!

কি যে বুঝে অবনী,তা কিছুই আর খোলাসা করে না। নিতীশের কথার ধরণ ধারণ তার খুব একটা ভালো লাগে না। এমন একটা সময়ে কেউ দাঁত খেলিয়ে এমন করে কথায় কথায় হাসে !
যেন কত মজার কথা......অবনি মুখে কিছু বলে না। এমনিতেই বেয়াদব এই ছেলেটাকে তার পছন্দ নয় ।

উঠে পরে অবনি।

যাইরাম গি নিতীশ.....।

হন হন করে হাঁটা ধরতেই হটাৎ মনে পরে তাহলে নিতীশের মা বাবা ভাই বোন সবাই কি ওপাড়ে চলে গেছে ? বাড়িতে যে কাউকে দেখতে পেল না !

পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে নিতীশ হাসছে ।

বাড়ির হকল কই জিকাইতে চাও ? তারারে পাঠাইয়া দিচি হপাড়ো...........দেখি ও কেউরে আবার কই ও না......!

অহ ,আইচ্চা ! না ,না, কারে কইতাম......!

কেন যে গলার স্বর এমন বদলে গেল হঠাৎ। তীব্র একটা কষ্টের ঢেউ যেন বুক ভেদ করে উপড়ে উঠে আসতে চাইছে।

নিতীশ আর ও কি কি যেন বলে কিছুই শুনতে পায় না অবনী।

তার যদি একটা ছেলে থাকত ! নিতীশের মত একটা ছেলে...........!

নিতীশ কে কখন ই ভালো মনে হয় নি তার। এর আগে তেমন করে কথা ও বলে নি । কেমন যেন সব সময় উদ্যত গোয়ার গোয়ার ভাব। নিতীশের বাপের সাথে দেখা হলেই,খালি ছেলের দুঃখ শুনতে হত অবনী কে। অবনী কতবার ভেবেছে তার এমন ছেলে নাই ,তাই খুব শান্তিতে আছে । অথচ আজ কার উপর যেন একটা অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে গলার কাছে
সেই না থাকা ছেলের জন্য মন টা কেমন করতে থাকে থেকে থেকে........!

তার একটা ছেলে থাকলে সে ও নিশ্চয় তাদের পাঠিয়ে দিত ওপাড়ে !বলত,

বাবা,তুমার কিছু জানা লাগত নায়,আমি হকল ব্যবস্থা করমু নে.....।

নিজের আত্বীয় স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। এক বোন ছিল বড়। মারা গেছে টাইফয়েডে অনেক দিন হল। মা বাবা তখন ও বেঁচে ছিল। পাচ ভাই বোনের মধ্যে সেই মাত্র টিকে আছে।

তার তিন টি মেয়ে। বয়স মাত্র বড় টার নয়। তারা কেউ জানে না ওপাড় কোথায়। অবনী কে তাই গোপন রহস্য বলে দেবার কেউ নেই। নেই ভাই বেরাদর,ছেলে সন্তান,বাবা কেউ। অসহায় অবনী তাই যখন যাকে কাছে পায় জিজ্ঞেস করে কি করে ওপাড়ে যাওয়া যায়।
কিন্তু কেউ ই তাকে সঠিক করে কিছু বলার গরজ দেখায় না। বট তলায়,পাশের দীঘির পাড়ের হাটে মানুষ জন আগের মত আর জমায়েত হয় না। সপ্তাহে এক আধ দিন ওসব জায়গা থেকে ঘুরে ফিরে আসে।

একদিন আবিষ্কার করে ধোঁপার ছেলে নিতীশ বাড়ি খালি রেখে কোথায় জানি চলে গেছে। দুই তিন দিন গিয়ে কারো সাড়া না পেয়ে প্রথম ভেবেছিল হয়ত কাছেই কোথা ও গেছে। পরে ইয়াছিনের কাছ থেকে জানতে পারে নিতীশ ওপাড়ে চলে গেছে।

আরও আশ্চর্য্য ত থ্য ইয়াছিন জানিয়েছিল,

হিন্দুর দেশে নাকি মোসলমান রা ও দেদারসে যাচ্ছে........! তাদের গ্রামের ই পাচঁ জন নাকি চলে গেছে ওপাড়ে। তারা কারা খুব জানতে ইচ্ছে করে অবনীর।

রেনু বালা প্রতিদিন দুপুরে ঠিক ই বাবুদের পুকুরে গিয়ে যেমন ই হোক তাড়াহুড়া করে একটা ডুব দিয়ে আসত। পথে এক দিন ফয়জুল তার দলবল নিয়ে তাকে আটকে বেশ কড়া ভাষায় শাসায়। তাদের কথা বার্তার ধরন ধারণ হঠাৎ করেই যেন অতিমাত্রায় বদলে গেছে। রেনুবালা তাদের কাছ থেকে জানতে পারে,বাবুরা নাকি আর ফিরবে না। তাদের বিশাল বাড়ি ঘর সয় সম্পত্তি বাগান ,পুকুর ঘাটলা সবই এখন ফয়জুল দের !

রেনু বালা কে তারা নিষেধ করে দেয় আর যেন এই পথে তাকে না দেখে,নাহলে.....!

’নাহলের’ ভয় নিয়ে রেনুবালা থরথর করে কাঁপে। মাথা নেড়ে সায় দেয়। আসবে না আর কখন ও এ দিকে। বাড়ির রাস্তাটা সেদিন বড় বেশী দীর্ঘ মনে হয়। ভিত রে ঢুকেই দপ করে বসে পরে উঠোনে। মেয়েগুলো কি নিয়ে যেন কিচির মিচির করছিল ঘরের ভিতর। অবনী কোথায় না কোথায় ফেউ ফেউ করে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন রেনুবালা জানে না।

এক পয়সা রুজগার র মুরদ নাই, খালি হপাড় আর হপাড় !

আইজ আউক ! মাইয়া গুলা কিতা খায় না খায় কুন খোজ রাখার গরজ আচে নি .... আরবার (আবার) নয়া ঢং ধরছে.....   একটা যদি পোয়া থাকত !

দমকে দমকে কান্নার শব্দ শুনে তিন মেয়ে ই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে।
রেনু বালা কি ভেবে তাড়াতাড়ি কান্না থামিয়ে মেয়েদের দিকে হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। বড় মেয়ে

মালতী বলে ,

কিতা অইছে মা, কানদো কেনে ?

হারামজাদি ভাগ ! সুক লাগচে আমার এর লাগি কান্দি......।

মালতী বুঝে নেয় কিছু একটা খুব খারাপ হয়েছে। সে করুন চোঁখে মাকে দেখে ঘরের ভিতর চলে যায়।

পরের দুই মেয়ে মাধবী আর মিনতি বাশের খুঁটি ধরে দোল খেতে খেতে বলে

মা খাইতাম কোন সময়,খিধা লাগচে। রেনু বালা কটমট করে তাকায়।

বড় মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করে

ত র বাপ আইছিল নি ?

না ।

উত্তর শুনে রেনুবালা গুম মেরে থাকে। ছোট বোন দুটো কে টেনে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় মালতী।

রেনু বালা মেয়েদের চলে যাওয়া দেখে। যেন হঠাৎ নিজের কূ-রূপের সাথে মেয়েদের কে মিলিয়ে

দেখে। মিল নেই এত টুকু ও। মেয়েগুলো একটা ও তার মত হয় নি। বাপের রূপ পেয়েছে। ফর্সা গুল গাল চেহারা। সে যেন এ খবর আজ ই জানলো। এত দিন এমন করে খেয়াল করে দেখে নি। নতুন করে এ জানা টা তাকে খুশী করে না মোটে ও.......। দাওয়ায় উঠে ভেজা কাপড় গায়েই শুয়ে থাকে রেনুবালা।

অবনী হন হন করে বাড়ির ভিত র ঢুকে রেনু বালা কে এই অবেলায় দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে খানিকটা অবাক হয়। এই ভর দুপুরে উদাস নয়নে রেনু বালা দাওয়ায় শুয়ে থাকার মানুষ নয়। তার উন কূটি কাজে ব্যস্ততা দেখে অবনী মাঝে মাঝে ধন্ধে পরে। তার এই ভাঙ্গাচোড়া সংসারে কি এত কাজ যা কখন ই প্রায় ফুরোতে চায় না!

গুটি গুটি পায়ে রানুবালার পাশে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে

কিতা অইছে ? শরীল খারাপ করচে নি ?

রেনুবালা কিছু না বলে উঠে ভিতরে চলে যায়। ব্যাপার গুরুতর বলে ধারণা হয় অবনীর। সে নির্বিরোধী মানুষ। কারো সাথে পাঁচে নেই। বাবুরা যখন ছিলেন,তখন প্রতিদিন বেলা দশ এগারোটার দিকে একবার তাদের বাড়ি গিয়ে নিজের চেহারা দেখানো টা তার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে একটি ছিল। তার অবশ্য কারণ ও আছে। সেখানে যেতে পারলেই একটা না একটা কাজ জুটে যেত। টাকা পয়সার সাথে সাথে মাঝে মাঝে এটা সেটা ,ফল ফলাদী, মেয়েদের জন্য পুরোনো জামা কাপড়....।

সেই বাবুরা যখন রাতের আধারে চলে গেলেন,অবনী আগের দিন সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছে। কিচ্ছুটি টের পায়নি।

খালি শুনে পাকিস্তানে নাকি যুদ্ধ লেগেছে। অবনী ঠিক ঠাহর করতে পারে না যুদ্ধ টা কোথায় হচ্ছে। তবে গ্রামে এখন অনেক মানুষের ই আর দেখা মেলে না। হাট বাজার বসে না আর আগের মত। পাকিস্থানী মিলিটারীরা নাকি যে কোন দিন এসে পরবে এ দিকে। এ দিকে ঘরে হাঁড়ি চড়ানো দায় হয়ে পরেছে।

মেয়ে গুলো বড় লক্ষী। তাদের তেমন কোন আবদার নেই কিছুতেই। কপাল বটে অবনীর। একদিন ধোঁপা পাড়ার নিতীশের ঠাকুমা বলেছিল।

তোর আর চিন্তা কি রে অবনী । মাইয়ারা তর রূপের রাণী .... খরচাপাতি করা লাগত নায়....ভাগ্য মান তোর বউয়ের লাকান কুরূপা হয় নি রে.........।

অবনী মেয়েদের রূপের প্রশংসায় খুশী হলে ও,মনে মনে খানিকটা আহত বোধ করে । রেনুবালার চেহারার বর্ণনা তার ভালো লাগে না। তা হলই না হয় কুরূপা। রেনুবালার চেয়ে আর কি ই বা তার ভাগ্যে জুটতে পারত। আর এমন গুনবতী রেনুবালা.......।

মুখে বলে, বুঝচি পিসীমা,কিন্তুক রেনুবালার লাকান গুন কয়জনর আছে কও? কথা গুলো বলতে তার একটু সংকোচই হয়।

পিসীমা ফোঁক লা দাঁতে ফিক ফিক করে হাসে।

ও অবনী,রাগ করিস না বাপ। ঠিক অই কইচস,আমরার রেনুবালা কত কামর (কাজের) মাইয়া। বড় লক্ষী রে....।

অবনীর চিন্তাসুত্র ছিন্ন হয়ে যায় ঘরের ভিতর থেকে তার স্বরে কাঁন্না আর চিৎকারে। তড়িঘড়ি সে দাওয়া থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে রেনুবালা মেজ মেয়ে মাধবীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর কি যেন বলছে। কথা গুলো তার কান দিয়ে ঢুকে না। রেনুবালার হঠাৎ এমন উগ্র চন্ডি মূর্ত্যি দেখে বিমুঢ় বোধ করে। মেয়ে কে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে আগলে দাঁড়ায়।

কিতা অইছে ? ইলাকান মার রায় কেনে !

মরণ অইছে আমার ! তুমি বইয়া বইয়া ঢং দেখ........! সামনা থাকিয়া যাও ক ইছি।
আর ও কি কি সব বলতে যাচ্ছিল রেনুবালা ,কিন্তু কান্নার ভিতর সব কথা ডুবে যায়,কিছুই আর বুঝা যায় না।
অবনী কে বড় অসহায় দেখায়। সে একবার রেনুবালা কে দেখে একবার তিন মেয়ের উপর চোঁখ বুলিয়ে নেয়।

রেনুবালা অবনীর দিশেহারা চেহারার দিকে এক পলক তাকিয়ে কাঁন্না থামিয়ে বলে
এইখানে আর থাকা যাইত নায়। আইজ কাইলের ভিতর একটা ব্যবস্থা করো। আমার মনে কূ ডাকের !

যে রেনুবালা এতদিন বলে এসেছে ,আমরার কিতা আছে যে কেউ নিতে আইব? আজ সেই বলছে এমন কথা ।

অবনী সব শুনে গুম মেরে বসে থাকে। এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে একটা পরামর্শ চাওয়া যায়।

আইচ্ছা বাবুরা হাছাই আর আইত নায় নি? রেনুবালার প্রশ্নে ঠোঁট উলটায় অবনী। তার মত মানুষ বাবু দের খবর কি করে জানবে....।

রেনুবালা অবনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,

একটা কিছু ব্যবস্থা করত অইব যেমন কইরা অইক। আইজ রাইতর ভিতরই কিছু করণ লাগব।

এ যেন এক নতুন রেনুবালা। এর চেহারা ছবি বড় ই ধাঁধার মত ঠেকে অবনীর কাছে। সে কোন কূল পায় না। ভেসে ভেসে বেড়ায়........রেনুবালার কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে সম্বিত ফিরে পাওয়া মানুষের গলায় বলে,

কিতা করতে কও ?

হপাড় (ওপাড়) যাইবার ব্যবস্তা কর !

কিতা কও তুমি, আমরার কে আছে হখানো ? আর এই ঘর বারি? .... কার লগে যাইমু ! আমি কিতা চিনি নি প থ ঘাট কিছু.....!

দিনের পর দিন যায়,রাত আসে রেনু বালা অবনী আর তাদের তিন মেয়ে মালতী , মাধবী ,মিনতির কোথা ও যাওয়া হয় না। রেনু বালা অবনীর এই অক্ষমতা মাপ করতে পারে না। প্রায় ই তিন মেয়ে কে পাশে বসিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। অবনী তখন স ট কে পরার তালে থাকে ...।

গ্রামে একদিন ই মাত্র মিলিটারী এসেছিল। শুনেছে বাবুদের বাড়ি ঢুকেছিল তবে কাউকে না পেয়ে ফিরে গেছে।
বড়ই তাজ্জব ঘটনা ! কিছুই করে নি। অবনী শুনেছে মিলি টারী রা বাবু দের বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল ,শুধু ফয়জুলের বাপের কারণে তা থেকে বিরত থাকে । ফয়জুল দের বাড়িতে গরু জবাই করে তাদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল। ফয়জুলের বাপ তাদের নাকি বলেছিল , আপনারা ভুল ইনফরমেশন পাইছ ইন । এই বাড়ি বাবুরা বহুত আগেই আমার কাছে বেচিয়া গেছে গি। এই যে দেখৌকা দলিল.....!

দলিল উলটে পালটে দেখে,ভুরিভোজ করে পাকিস্থানী মিলি টারীরা মুক্তির খোঁজ করে অনেকটা আয়েশী ভঙ্গিতে ফিরে গিয়েছিল।

বাবুরা এই বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেছে, এই জন্য তার মনে গোপন এক হাহাকার চলতে ফিরতে সারাক্ষনই তাকে কামড় বসায়। তবু বাইরে ভাব করে থাকে তার কিচ্ছু এসে যায় না......।

একদিন বটের তলায় ফয়জুলের সাথে মুখোমুখি হয়ে যাওয়াতে, পথের ধুলোর সাথে মিশে যাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে করতে,যখন বুঝতে পারে,আর এড়ানোর কোন পথ নেই,তখন মানবের সহজাত প্রবৃত্তিতে,খর কুটো ধরে ভেসে থাকার শেষ চেষ্টা করার মত করে ফয়জুলের বাপের শরীর গতরের খোঁজ খবর নিয়েছিল । যেন সে এই খবর টা জানার জন্যই এই দিকে আসছিল আর কি ! ফয়জুল সে কথার ধার দিয়ে ও না গিয়ে ,অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আকাশ থেকে পড়ার মত করে বলে,

তুই অকন ও আচস !

এখন ও থাকা টা কতটা বিরাট মাপের অপরাধ,তা পরিমাপ করতে না পেরে - চেহারার কোন ভঙ্গিমা করলে ফয়জুলের কাছে আপত্তিকর হবে না,তা নির্ধারণ করতে অনেক সময় নিয়ে নেয় অবনী ।
অবশেষে ফয়জুলই যেন তাকে উদ্বার করে।
তোর বাবু অকলর খবর কিতা রে ?
এ তো আর ও বড় ধাঁধাঁর ব্যাপার। বাবুদের খবর জানবে সে !
এবার ও ফয়জুল ই তাকে উদ্বার করে
বুঝছি,কিচ্চু জানস না ! তুই আসলেই মাটির মানুষ ! যা,বাড়িত যা। বেশী ঘূরাফিরা করিছ না , দিন কাল ভালা নায়....।

কথা গুলো বলে কেন যে খ্যাক খ্যাক করে হাসে ফয়জুল !

অবনী বাঘের গুহা থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া সারমেয়র মত দ্রুত পালাতে থাকে।
পায়ে পা জড়িয়ে হুড়মুড় পরে যায় শক্ত মাটির উপর। আবার উঠে দাঁড়ায়। পিছনে হাসির দমক আর ও প্রবল হয়।

বাবুদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে তার কেন যে বুকের ভিতর মোঁচড় দিয়ে উঠে।
এদিক ওদিক তাকায়। কেউ কোথা ও দেখছে কি না। গুটি গুটি পায়ে ঢুকে পরে বাড়ির ভেত র। প্রকান্ড বাঁধানো উঠোনের এক পাশে পুজোর ঘর টা হাট করে খোলা। ভিত রে কিছু আছে কি নেই এখান থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় না। শরীর শির শির করে উঠে অবনীর। এই দিনের বেলা কড়া রোদের মাঝে ও বাড়ির ভিতর এদ্ভুত এক শীতল ভাব। তার দুরন্ত এক ইচ্ছা ঝাপ্টা দিতে থাকে মনের ভিতর। বাবুদের থাকার ঘর গুলো ঘুরে ফিরে দেখার ইচ্ছা। এর আগে প্রায় প্রতিদিন কিছু না

কিছু কাজ করে দিলে ও ভিতরের লম্বা বড় দালান টার বারান্দায় উঠার অধিকার ছিল না। এই ঘরে মুলত বাড়ির বৌ মেয়েরা থাকত। অবনী পায়ে পায়ে ভিতরের দালানের লম্বা টানা রেলিং ঘেরা বারান্দা উঠে আসে। তার কেমন ভয় ভয় করে। শীত শীত লাগে। ফিরে যাবে কি না যখন ভাবছে,তখন কানে ভেসে আসে কারা যেন কথাবার্তা বলছে ভিতরে কোথা ও।
বাবুরা কেউ ফিরে এলো নাকি !
পালিয়ে যাবে ভেবে পা বাড়াতেই দেখে দালানের ভিতর থেকে গ্রামেরই দুটি লোক বের হয়ে আসছে। তারা তাকে এখানে এভাবে দেখে অবাক হয় । অবাক সেও কম হয় না।

অবনী ! তুমি ইকানো কিতা করো ?
মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না অবনীর। কি ই বা বলবে। এদের তো আর বলা যায় না,বাবুদের ঘরের ভিতর গুলো খোলা পেলে ঘুরে দেখতে এসেছে। ধুম করেই মিথ্যা করে বলে দেয়,
আপনারার মাতর (কথা)আওয়াজ পাইয়াই হামাইছি (ঢুকছি),যদি কোন কাম লাগে ।

লোক দুজন একে অপরের চোঁখের দিকে তাকায়। তারপর একজন বলে,

তোমার কানের তারিফ না করিয়া পাররাম না। কাম কিছু অবশ্য লাগত পারে। পারলে কাইল একবার আইও। পরশু দিন শিন্নী অইব এ বাড়িত ! মিলাদ পড়ানি অইব........বুঝছ?
সাফ সুতরো করতে অইব। পাক পবিত্র করা লাগব। ইন্দুর বাড়ি, আস্তা বাড়ি ই তো নাপাক !
একটু কেশে গলা পরিস্কার করে আবার বলে

তোমারে দিয়া মনে অয় অইত নায়। ইন্দু রে দিয়া মুসলমানর মিলাদের কোন কাম করানো ঠিক নায় । তোমরা তো পয়লা নম্বর মুথিয়া পানি লও না....!

অবনী কিছুই বলার মত খুঁজে পায় না। মিলাদ,শিন্নী ইত্যাকার শব্দ গুলো যে আজ নতুন শুনল অবনী তা নয়। তবু যেন এই মুহুর্ত্যে এই শব্দ গুলোর সুত্র খুজঁতে তাকে গলদ ঘর্ম হতে হয় । কতক্ষন স্থানুর মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানে না। হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখে তার সামনে কেউ নেই। লোক দুটো কে আশে পাশে কোথা ও দেখতে পায় না আর। অবাক কান্ড !

ফয়জুলের গলার শব্দ না? কিতা কয় এমন ঘাক ঘাক করিয়া ....।
দ্রুত পা ফেলে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে মনে হয় ,বের হওয়ার রাস্তা টাই আর খুঁজে পাচ্ছে না ।
ঘাক ঘাক দ্রুত বাড়ির ভিতরের দিকেই আসছে। কি করবে কিছু দিশে পায় না অবনী। কেন যে আজ ই আবার এই বাড়িতে ঢুকার সাধ জাগল তার ...।

হেই ! তুই আবার ই বাড়িত কিতা করচ? হুনচস না আমরা কিনি লাইছি ই বাড়ি ?

হুনছি। আইছিলাম যদি আপনারার কোন কাম লাগে...।

বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে অবনী নিজের ক্ষমতায় নিজেই অবাক হয়ে যায় !
ফয়জুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পরখ করে । অবনী কে অবাক করে দিয়ে শুধু বলে, ই বায় দি (এই দিকে) য্যান আর কোন দিন না দেখি ।

তাই সই। অবনীর কি দায় ঠেকেছে এই দিকে আসার ! সে বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এত অল্পের উপর দিয়ে যাওয়ায়। আ-ভূমি নত হয়ে সায় জানায়। কখন ই আর আসবে না এই দিকে।

অন্য এক জন আচমকা বলে উঠে,
ইটারে পরাইই দেখি ই বাড়িত ঘোরাঘুরি করতে । কোন ধান্দা আছে মনে লয় ...!

অবনীর মনে হয় সে কথা টা ঠিক শুনে নাই !সে তো মাত্র আজ ই আসল এ দিকে। যদি ও তার অনেক দিন থেকেই আসার ইচ্ছা ছিল.....।

ফয়জুল এবার তার গালে এত জোড়ে এক তাপ্পড় মারে যে,তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পরে যায় অবনী।

ইস্পাই গীরি করস হে? মালাউনের পুত..!

আর ও কি কি সব বলে ফয়জুল এবং তার সাংগ পাংগ রা। অবনী তার সবটা বুঝে উঠতে পারে না..!

চলবে ।